গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
চিকিৎসা শিক্ষা - ১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mohfw.gov.bd

নম্বর: স্বাপকম/চিশি-০১/শিক্ষা নীতি-০৫/২০১২(অংশ-২)-৫২২ তারিখঃ ২৯/০৮/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষায় বেসিক সাবজেক্ট এর মান উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক তৈরী ও এনেসথেশিওলজিস্ট এর ঘাটতি পূরণসহ চিকিৎসা শিক্ষায় সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গত ১৯/০২/২০১৭, ০৮/০৬/২০১৭ এবং ১৪/০৬/২০১৭ তারিখে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।**

সূত্র: স্বাপকম/চিশি-১/শিক্ষা নীতি-০৫/২০১২(অংশ-২)-৪৮৩ তারিখ: ০৯/০৮/২০১৭ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৯/০২/২০১৭, ০৮/০৬/২০১৭ এবং ১৪/০৬/২০১৭ তারিখে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা থেকে সূত্রে বর্ণিত সিদ্ধান্ত/সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

১। বেসিক সাইন্সের অধ্যাপকদের বয়স ৬৫ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা;

২। যে কোন ধরনের ডিপ্লোমা অথবা উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের পর দ্রুততার সাথে তাকে নিয়মিতভাবে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে পদায়ন করা;

৩। সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার ক্ষেত্রে ৩ (তিন) বৎসর এবং সহযোগী অধ্যাপক হতে অধ্যাপক হওয়ার জন্য ৫ (পাঁচ) বৎসর ফিডার পদে কর্মরত থাকার যে নিয়ম, তা শিথিল করে পর্যায়ক্রমে ২(দুই) বৎসর এবং ৩(তিন) বৎসর করা;

৪। ফরেনসিক মেডিসিন বিষয়ের সমস্যা প্রকট বিধায় সংশ্লিষ্ট জেলা হাসপাতালে অটোপসি অথবা পোস্টমর্টেম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আরএমও অথবা অন্য চিকিৎসক, যার মেডিকোলিগাল বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে এমন চিকিৎসককে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে পদায়ন করা;

৫। কোন সরকারি হাসপাতালে এ্যানেসথেশিওলজির উপর ৩(তিন) বৎসর কাজ করার ভিত্তিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসাবে পদায়ন করা যেতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোটা সংরক্ষণের মাধ্যমে এ্যানেসথেশিয়ার উপর এমডি, এফসিপিএস, ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করার সুযোগ প্রদান করা;

৬। ৫(পাঁচ) বৎসরের অধিককাল যে সকল চিকিৎসক বেসিক সাবজেক্ট এ শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন কিন্তু ডিগ্রী অর্জন করতে পারেননি তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোটা সংরক্ষণের মাধ্যমে এমডি, এফসিপিএস, ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করার সুযোগ প্রদান করা;

৭। এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন, প্যাথলজি ও এ্যানেসথেসিওলজি বিষয়ের শিক্ষকদের তাদের মূল বেতনের ১০০% অতিরিক্ত প্রণোদনা ভাতা প্রদানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ;

৮। পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রতি ০৪ (চার) মাস অন্তর ধারাবাহিকভাবে (এপ্রিল/আগস্ট/ডিসেম্বর) ডিপিসি/এস এস বি করে ঐ সকল শূন্য পদে পদায়নের ব্যবস্থা করা;

৯। বিসিএস (চিকিৎসা শিক্ষা) ক্যাডার চালু করা; এবং

১০। a) Medical Ethics b) Doctor's patient relationship c) Psychology & d) Behavioral Pattern এ ৪ টি বিষয়ের সমন্বয়ে Behavioral Science নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় চালু করা।

উল্লেখ্য, গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মাননীয় মন্ত্রী বাস্তবায়নের জন্য সদয় অনুমোদন করেছেন।

সংযুক্তি: সভার কার্যবিরবণী।

২৯/০৮/২০১৭

(খান মোঃ নূরুল আমীন)
উপ-সচিব
ফোনঃ-৯৫৪০৭৩০
E-mail: sasme1@mohfw.gov.bd

ডীন (চিকিৎসা অনুষদ)
ঢাকা/রাজশাহী/চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়/শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

অবগতি:

০১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
০৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।
০৫। যুগ্ম সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাপকম, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
চিকিৎসা শিক্ষা-০১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।
www.mohfw.gov.bd

বিষয়ঃ- বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষায় বেসিক সাবজেক্ট এর মান উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক তৈরী ও এনেসথেশিওলজিস্টস এর ঘাটতি পূরণসহ চিকিৎসা শিক্ষায় সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি: জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ১৪/০৬/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

সময়: : বেলা ১২:০০ টা

স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা (পরিশিষ্ট-'ক') সন্নিবেশিত আছে।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা) সভাকে জানান যে, এ বিষয়ে গত ১৯/০২/২০১৭ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একটি প্রস্তাবনা প্রেরণ করেছে। তিনি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন ও প্রস্তাবনাসমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষায় বেসিক সাবজেক্ট এর মান উন্নয়নসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক তৈরী ও এনেসথেশিওলজিস্টস এর ঘাটতি পূরণসহ চিকিৎসা শিক্ষায় সার্বিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত প্রতিবেদন এর সুপারিশসমূহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়।

০২। পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সভাকে জানান যে, এনেসথেসিওলজি, এনাটমি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফরেনসিক মেডিসিন, মাইক্রোবায়োলজি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি এই মৌলিক বিষয়গুলো এমবিবিএস কারিকুলামের মূল ভিত্তি এবং এ বিষয়ে দূর্বলতা থেকে গেলে ক্লিনিক্যাল বিষয় বিশেষ করে মেডিসিন, সার্জারি এবং গাইনোকলজি বিষয়ের শিক্ষায় স্বাভাবিকভাবেই দুর্বলতা থেকে যাবে। এমবিবিএস এর প্রথম দেড় বছরে এনাটমি, ফিজিওলজি এবং বায়োকেমিস্ট্রি পড়ানো হয়, পরবর্তী দুই বছরে ক্লিনিক্যাল বিষয়ের সাথে সাথে বাকি বেসিক বিষয় পড়ানো হয়। কাজেই শিক্ষার যেকোন স্তরে দূর্বলতা সৃষ্টি হলে সামগ্রিকভাবে দুর্বলতা থেকে যায়। এজন্য শিক্ষকের সংকটকেই প্রধান কারণ বলে সনাক্ত করেন। এ বিষয়ে তিনি জানান বর্তমান অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী প্রতিটি ডিপার্টমেন্টে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপকের মোট ০৪ টি পদ এবং প্রভাষকের ০৮ টি মোট ১২ টি পদ রয়েছে যা দ্বারা গ্রাজুয়েট এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট কোর্স চালানো অত্যন্ত দুরূহ। তিনি প্রস্তাব করেন যে ০৮ টি মেডিকেল কলেজে পোস্ট গ্রাজুয়েট চালু আছে সেখানে ২+৩+৫+১৫ (যথাক্রমে:

অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক) মোট ২৫ টি পদ এবং পরবর্তীতে সৃষ্ট বাকি ২২ টি মেডিকেল কলেজের জন্য ১+২+৩+১০ (যথাক্রমে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক) মোট ১৬ টি পদ সৃষ্টি করা গেলে শিক্ষার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে। এখানে উল্লেখ্য, বেসরকারীভাবে বর্তমানে ৬১ টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ চালু আছে, সেখানেও প্রচুর সংখ্যক শিক্ষকের চাহিদা রয়েছে ।শিক্ষকের এই সংকট দূর করার জন্য স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরী। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের MIS Data অনুযায়ী ২১টি মেডিকেল কলেজে বেসিক সাবজেক্টে (এনেসথেসিওলজি সহ) "অধ্যাপক" এর মঞ্জরীকৃত পদের সংখ্যা -১৫৯। বর্তমানে কর্মরত আছে ৯৮, প্রস্তাবিত কাঠামোতে অধ্যাপক এর পদ প্রয়োজন ৩৯৬টি। একই ভাবে সহযোগী অধ্যাপকের মঞ্জুরীকৃত পদ ১৯৩, বর্তমানে আছে ১২৮, প্রস্তাবিত পদ ৬১২। সহকারী অধ্যাপকের মঞ্জুরীকৃত পদ ২৬৭, বর্তমানে আছে ২৮৫, প্রস্তাবিত পদ ৯৫৪। লেকচারার পদে মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা ৭৩৮, বর্তমানে আছে ৭৯২, প্রস্তাবিত পদ ২৮১৬।

০৩। অধ্যাপক ডাঃ মোঃ সানোয়ার হোসেন, সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস বলেন যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী এনেসথেসিওলজি, এনাটমি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফরেনসিক মেডিসিন, মাইক্রোবায়োলজি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি এই ০৮ (আট) টি মৌলিক বিষয়ে অধ্যাপক পদে অনুমোদিত ১৫৩ টি পদের বিপরীতে ১০৬ জন কর্মরত আছেন এবং ৪৭ টি পদ এই মুহূর্তে শূন্য আছে। একইভাবে সহযোগী অধ্যাপক পদে ১৮১ টির স্থলে ১৬১ টি এবং সহকারী অধ্যাপক ২৭৩ এর স্থলে ২৬৭ জন কর্মরত আছেন। কোন কোন বিষয়ে পর্যাপ্ত কিংবা অধিক শিক্ষক থাকলেও কোন কোন বিষয়ে শূন্য পদের পরিমান অনেক বেশি থাকায় এই মুহূর্তে সহযোগী অধ্যাপক পদে ৩৫ টি এবং সহকারী অধ্যাপক পদে ৫৮ টি পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা পূর্বে ছিল ০৮ টি যা বর্তমানে ৩০ টি তে উন্নীত হয়েছে। অধিকন্তু পুরাতন ০৮ টি মেডিকেল কলেজে পোষ্ট গ্রাজুয়েট পর্যায়ে বিভিন্ন কোর্স চালু করা হয়েছে। সংগত কারণে প্রয়োজনের তুলনায় কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা অনেক কম হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য এ বিষয়গুলো যৌক্তিকভাবে সমাধান হওয়া অপরিহার্য।

০৪। অধ্যাপক ডাঃ ইকবাল আর্সলান, ডীন, বেসিক সাইন্স, বি এস এম এম ইউ বলেন যে, Anesthesiologist এর সংকট চিকিৎসা শিক্ষা এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। পর্যাপ্ত সংখ্যক Anesthesiologist না থাকায় অনেক হাসপাতালেই সময়মত অপারেশন সম্পন্ন করা যায়না। এ ক্ষেত্রে Anesthesiologist এবং Anesthesist উভয় ধরণের দক্ষ লোকবল তৈরি করা জরুরী। উচ্চ শিক্ষার জন্য on the job training ভিত্তিতে ৪ বছরের এফসিপিএস এবং এমডি কোর্সে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করা দরকার। এছাড়া এনেসথেসিয়ার উপর ডিপ্লোমা চালু করা গেলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় এ সংকট কমানো সম্ভব হবে।

০৫। সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল বলেন, মেডিকেল শিক্ষার যে কোন ধরনের দুর্বলতা থেকে সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দুর্বলতা তৈরি হয়। যা পরবর্তীতে SDG অর্জনে মোটেই সহায়ক ভূমিকা রাখবেনা। এ জন্য শিক্ষক সংকটই প্রধান কারণ। ৩০ টি সরকারি মেডিকেল কলেজ এর মধ্যে পুরানো ৮টি মেডিকেল কলেজের (ঢাকা, স্যার সলিমুলস্নাহ, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ) সবগুলোতেই বিভিন্ন বিষয়ে পোস্ট

গ্রাজুয়েশন কোর্স বিদ্যমান আছে। তাছাড়া অন্যান্য সরকারি মেডিকেল কলেজ গুলোতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন কোর্স চালু রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মেডিকেল শিক্ষা তথা সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা রক্ষার প্রয়োজনে মেডিকেল কলেজ গুলোতে বেসিক সাবজেক্টে শিক্ষক সংকট সমাধান করা অত্যন্ত জরুরী।

০৬। যুগ্মসচিব (চিকিৎসা শিক্ষা) বলেন, মেডিকেল কলেজ শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র একটি ক্যাডার সার্ভিস করলে সমস্যার সমাধান সহজ হতে পারে। শিক্ষক হিসেবে যে সব ডাক্তারগণ তাদের নিজেদের ক্যারিয়ার গঠন করতে চান, তাদেরকে প্রথম থেকেই স্বতন্ত্র করে নিলে এ সমস্যাটি থাকবে না। যারা স্বাস্থ্য সেবায় থাকতে চান, তারা কিন্তু শিক্ষক হিসেবেও নিজেদের পরিচিতি পেতে চান, কিন্তু বেসিক সাবজেক্টে যেহেতু প্রাইভেট প্রাকটিস করার সুযোগ সীমিত, তাই তারা কেউই এ বিষয়ের শিক্ষক হতে চান না। শিক্ষক হিসেবে স্বতন্ত্র ক্যাডার চালু করলে এ জটিলতার একটি দীর্ঘমেয়াদী সমাধান পাওয়া যাবে।

০৭। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের Reference এ সভাপতি, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস এন্ড সার্জনস (বিসিপিএস) সভাকে জানান যে, Course Curriculum এ Behavioral Science এর অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি কার্যকর করা প্রয়োজন। বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমে Behavioral Science আলাদা কোন সাবজেক্ট হিসেবে নাই। অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদেরকে স্বল্পমাত্রায় ধারণা দেওয়া হয় যা মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন চিকিৎসক হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। এ ক্ষেত্রে Behavioral Science একটি আলাদা সাবজেক্ট হিসেবে এমবিবিএস এবং নার্সিং কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন।

০৮। উপস্থাপিত তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থিত সকল সদস্য বিস্তারিতভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন এবং চিকিৎসা শিক্ষায় বেসিক সায়েন্স বিষয়ে শিক্ষক সংকট মোকাবেলার লক্ষ্যে বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জরুরীভিত্তিতে নিম্নরূপ সুপারিশসমূহ পর্যায়ক্রমে কার্যকর করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্তসমূহকে মেয়াদের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত ০৩ টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে):

স্বল্পমেয়াদী:

১। বেসিক সাইন্সের অধ্যাপকদের বয়স ৬৫ বৎসর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা;

২। যে কোন ধরনের ডিপ্লোমা অথবা উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের পর দ্রুততার সাথে তাকে নিয়মিতভাবে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে পদায়ন করা;

৩। সহকারী অধ্যাপক হতে সহযোগী অধ্যাপক হওয়ার ক্ষেত্রে ৩ (তিন) বৎসর এবং সহযোগী অধ্যাপক হতে অধ্যাপক হওয়ার জন্য ৫ (পাঁচ) বৎসর ফিডার পদে কর্মরত থাকার যে নিয়ম, তা শিথিল করে পর্যায়ক্রমে ২(দুই) বৎসর এবং ৩(তিন) বৎসর করা;

৪। ফরেনসিক মেডিসিন বিষয়ের সমস্যা প্রকট বিধায় সংশ্লিষ্ট জেলা হাসপাতালে অটোপসি অথবা পোস্টমর্টেম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত আরএমও অথবা অন্য চিকিৎসক, যার মেডিকোলিগাল বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে এমন চিকিৎসককে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে পদায়ন করা;

৫। কোন সরকারি হাসপাতালে এ্যানেসথেশিওলজির উপর ৩(তিন) বৎসর কাজ করার ভিত্তিতে জুনিয়র কনসালটেন্ট হিসাবে পদায়ন করা যেতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোটা সংরক্ষণের মাধ্যমে এ্যানেসথেশিয়ার উপর এমডি, এফসিপিএস, ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করার সুযোগ প্রদান করা;

৬। ৫(পাঁচ) বৎসরের অধিককাল যে সকল চিকিৎসক বেসিক সাবজেক্ট এ শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন কিন্তু ডিগ্রী অর্জন করতে পারেননি তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কোটা সংরক্ষণের মাধ্যমে এমডি, এফসিপিএস, ডিপ্লোমা কোর্স সম্পন্ন করার সুযোগ প্রদান করা;

মধ্যমেয়াদী:

১। এনাটমি, ফিজিওলজি, ফার্মাকোলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন, প্যাথলজি ও এ্যানেসথেসিওলজি বিষয়ের শিক্ষকদের তাদের মূল বেতনের ১০০% অতিরিক্ত প্রণোদনা ভাতা প্রদানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ।

২। পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রতি ০৪ (চার) মাস অন্তর ধারাবাহিকভাবে (এপ্রিল/আগস্ট/ডিসেম্বর) ডিপিসি/এস এস বি করে ঐ সকল শূন্য পদে পদায়নের ব্যবস্থা করা;

দীর্ঘমেয়াদী:

১। বিসিএস (চিকিৎসা শিক্ষা) ক্যাডার চালু করা।

২। a) Medical Ethics b) Doctor's patient relationship c) Psychology & d) Behavioral Pattern এ ৪ টি বিষয়ের সমন্বয়ে Behavioral Science নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিষয় চালু করা।

সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল-কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৬/৭/১৭

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

স্মারক নং: স্বাপকম/চিশি-১/শিক্ষা নীতি-০৫/২০১২ (অংশ-২)-৪৮৩ তারিখ: ০৯/০৮/২০১৭ খ্রি:

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

০১. সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
০২. মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৩. জনাব মাহমুদ হাসান, সাবেক সভাপতি, বিএমএ, বিএমএ ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
০৪. অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাপকম, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
০৫. সভাপতি, বিএমএ, বিএমএ ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।
০৬. সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, ২২০৩ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মরণী, ঢাকা-১০০০।
০৭. সভাপতি, বিসিপিএস, মহাখালী, ঢাকা।
০৮. প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (প্রশাসন), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
০৯. ডীন, (ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০. ডীন, (ফ্যাকাল্টি অব বেসিক সাইন্স), বিএসএমএমইউ, ঢাকা।
১১. পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
১২. মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. উপ-প্রধান (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬. অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাপকম, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭. যুগ্ম-সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাপকম, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

০৯/০৮/২০১৭

(খান মোঃ নূরুল আমীন)
উপ-সচিব
ফোন-৯৫৪০৭৩০

০/৫